আয্কার

(দিবা-রাত্রির যিকরসমূহ)

ألا بذكر الله تطمئن القلوب

আয্‌কার

(দিবা-রাত্রির যিকরসমূহ)

প্রথম খণ্ড

মূল

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মুজীবুর রহমান

গ্রন্থ বিবরণী

সূচীপত্র

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকা ১১
অনুবাদকের ভূমিকা ১৫
সকল প্রকার প্রকাশ্য ও গোপনীয় আমলে ইখলাস ও উত্তম নিয়তের আদেশ দেয়া হয়েছে ১৮

অধ্যায় : যিকিরের ফযীলত ২৮

যিকিরের ফযীলতের হাদীসসমূহ ২৯
নিদ্রা হতে উঠে যা বলতে হয় ৪১
পোশাক পরিধান করার সময় যা বলতে হবে ৪৪
যখন কেউ কোনো নতুন পোশাক বা জুতা বা এই জাতীয় কিছু পরিধান করবে তখন যা বলবে ৪৫
পোশাক এবং জুতা পরিধান করা ও খোলার নিয়ম ৪৭
গোসল করার জন্য বা ঘুমের জন্য যখন পোশাক খোলা হয় তখন যা বলতে হবে ৪৮
বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় যা বলবে ৪৯
ঘরে প্রবেশ করার সময় যা বলতে হয় ৫০
যদি কেউ রাতে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাইরে যায় তখন সে যা বলবে ৫৩
যখন পায়খানা বা প্রসাবখানায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করবে তখন যা বলবে ৫৫
পায়খানা ও প্রস্রাবখানায় যিকির করা নিষেধ ৫৬
পায়খানা বা প্রস্রাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া নিষেধ: ৫৭
পেশাব-পায়খানা থেকে বের হলে যা বলবে ৫৭
যখন ওযু ও গোসলের পানি ঢালতে শুরু করবে তখন যা বলবে ৫৭
ওযু করার সময় যা বলবে ৫৭
গোসল করার সময় যা বলতে হবে ৫৯

তায়াম্মুমকারী যা বলবে ৫৯
মসজিদের দিকে যখন যাত্রা শুরু করবে তখন যা বলবে ৫৯
মসজিদে প্রবেশ করার ও বের হওয়ার সময় যা বলতে হবে ৬১
মসজিদে ঢুকে যে আমল করতে হবে ৬২
যে মসজিদে বেচাকেনা করে বা হারানো জিনিস খোঁজ করে তাকে নিষেধ করা ও তার জন্য বদ দোয়া করা ৬৪
আযান দেয়ার ফযীলত ৬৫
আযানের পদ্ধতি ৬৭
ইকামত দেয়ার পদ্ধতি ৬৭
আযান ও ইকামত শোনার পর যা বলতে হবে ৬৯
আযানের পর দোয়া ৭৩
ফজরের দু' রাকাত সুন্নাতের পর যা বলতে হবে ৭৪
কাতারে দাঁড়ানোর সময় যা বলবে ৭৫
সালাতে দাঁড়ানোর সময় যা বলবে ৭৫
ইকামতের সময় কি দোয়া পড়তে হবে ৭৬
সালাত শুরু করার পর যা বলবে: ৭৬
তাকবীরে তাহরিমা ৭৬
তাকবীরে তাহরিমার পর যা বলবে ৭৭
সালাত শুরুর পর 'আউযুবিল্লাহ' পড়া ৮১
রুকুর যিকিরসমূহ ৮৮
সেজদার যিকিরসমূহ ৯৪
সেজদা থেকে মাথা উত্তোলন করে এবং দু' সেজদার মধ্যে বসার সময় যা বলতে হবে ৯৮
দ্বিতীয় রাকাতের যিকিরসমূহ ৯৯
দোয়ায়ে কুনুত (সকালে ও বিতরে) ১০০
সালাতে তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়াতু) পড়া ১০৪
তাশাহ্হুদ শেষে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের

ওপর দুরূদ পড়া ১০৮
দ্বিতীয় তাশাহ্হুদের পর দোয়া করা ১০৯
সালাত শেষ করার জন্য সালাম দেয়া ১১২
সালাতে রত ব্যক্তির সাথে কেউ কথা বললে যা করবে ১১৩
সালাত শেষে কী কী যিকির করতে হবে ১১৩
ফজরের সালাতের পর যিকির করার জন্য উৎসাহ দেয়া ১২১
সকালে ও সন্ধ্যার যিকির ১২৪
জুম'আর দিন সকালে যা বলতে হবে ১৪২
সূর্য উঠে যাওয়ার পর যা বলতে হবে ১৪৩
সূর্য স্থির হয়ে যাওয়ার পর (মধ্য আকাশে আসলে) যা বলবে ১৪৪
সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যা বলতে হবে ১৪৫
আসরের পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যা বলতে হবে ১৪৬
মাগরিবের আযান শুনলে যা বলবে ১৪৭
মাগরিবের সালাতের পর যা বলবে ১৪৭
বিতরের সালাতে কী সূরা পড়তে হবে এবং তারপর কী বলতে হবে? ১৪৮
যখন ঘুমাতে ইচ্ছা করবে এবং বিছানাতে শয়ন করবে তখন কী বলবে ১৪৯
আল্লাহর যিকির ব্যতীত ঘুমানো মাকরূহ ১৬২
রাত্রে ঘুম হতে জাগ্রত হলে এবং তারপরে আবার নিদ্রা যেতে চাইলে যা বলবে ১৬৩
যদি বিছানায় ছটফট করে আর ঘুম না আসে তখন যা বলবে ১৬৬
যদি ঘুমের মধ্যে ভয় পায় তবে যা বলবে ১৬৭
স্বপ্নে ভালো বা মন্দ কিছু দেখলে যা বলবে ১৬৮
যদি কাউকে কোনো স্বপ্নের কথা বলা হয় তখন সে যা বলবে ১৭০
অর্ধরাত্রের পর দোয়া ও ইসতেগফারের জন্য উৎসাহ প্রদান ১৭০
আল্লাহ পাকের সুন্দর ও পবিত্র নামসমূহ ১৭২

কুরআন তিলাওয়াত এর আদবসমূহ ১৭৫
অনুচ্ছেদ: খতমের নিয়মাবলি ১৭৮
আল্লাহর হামদ (প্রশংসা) ১৮৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদের অধ্যায় ১৯৩
কীভাবে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পড়তে হবে? ১৯৭
আল্লাহ হামদ ও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর দুরূদ পড়ে শুরু করা: ১৯৭
নবীদের ওপর এবং তাদের আহলদের ওপর দুরূদ পড়া ১৯৮
ইস্তেখারার দোয়া ১৯৯

প্রকাশকের কথা

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি এক এবং কর্তৃত্বশালী, যিনি ক্ষমতাশালী ও ক্ষমাশীল এবং যিনি তকদীরকে নির্বাচন করেন এবং সবকিছুকে পরিচালনা করেন। যিনি রাত ও দিনকে আনয়ন করেন পর্যায়ক্রমে। তিনি চক্ষুষ্মান ও জ্ঞানবানদের জন্য জ্ঞানদাতা। যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে পছন্দ করেন তাকে উত্তোলন করে তাঁর খাস বান্দাদের দলে শামিল করেন। আর তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে নির্বাচিত করেন তাকে নির্বাচিত খাস নিকটবর্তী বান্দাদের মধ্যে দাখিল করেন। আর যাদের ভালোবাসেন তাদের সত্য রাস্তা দেখিয়ে দেন এবং তাদেরকে এই দুনিয়াবিমুখ করে দেন যাতে তারা দুনিয়াতে যতটুকু দরকারী তার বাইরের জিনিসে কষ্ট মেহনত না করে। অন্যদিকে তারা কষ্ট মেহনত করতে থাকেন তাঁকে রাজী-খুশী করার জন্য এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী আবাসকে সুন্দর করার জন্য। আল্লাহ পাক যে কাজে নারাজ হন সে সমস্ত কাজ করা থেকে তারা বিরত থাকেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে সর্বদা ভীত থাকেন। তারা নিজেরা খুবই কষ্ট মেহনত করতে থাকেন তাঁর আনুগত্য করার জন্য, প্রত্যেহ সকাল সন্ধ্যায় তারা যে তাঁর যিকির করে থাকেন এবং যখন পরিস্থিতি বদলে যায় তখনই এবং রাত্র ও দিনের প্রতিটি মুহূর্তে। ফলে তাদের অন্তরে নূরে নূরান্বিত হয়ে যায়।

আমি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করছি তাঁর প্রতিটি নিয়ামতের জন্য এবং তাঁর দয়া ও করমের দোহাই দিয়ে ঐ সমস্ত নিয়ামত বৃদ্ধির দাবি করছি।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্যিকারের মাবুদ নেই। যিনি এক ও অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী এবং হেকমতওয়ালা। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও নির্বাচিত রাসূল এবং তাঁর হাবীব ও খলীল। আর তিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে উত্তম। প্রথম যমানা ও শেষ যমানার নবীদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি

সম্মানী। তার ওপর আল্লাহ পাকের সালাত ও সাালাম বর্ষিত হোক এবং সাথে সাথে সমস্ত নবী, তাদের সকলের পরিবারের ও সকল নেককারদের ওপর।

আল্লাহ পাক বলেন:

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ

"কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।"[১]

আল্লাহ পাক আরও বলেন:

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এ জন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদত করবে।"[২]

এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বান্দার সবচেয়ে উত্তম সময় হলো যখন সে তার রর ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত যিকির করতে থাকে।

অনেক বিজ্ঞ আলেম রাত ও দিনের আমলের ওপরও দোয়া ও যিকিরের ওপর বহু গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু এগুলো সনদ দ্বারা ভরপুর এবং তাতে খুবই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ফলে এগুলো পড়া সাধারণের জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই নিয়ত করেছি যে, এই ব্যাপারে যারা আগ্রহী তাদের জন্য এটাকে সহজ করে দিব। তাই এই গ্রন্থে সহজ ও ছোট করে ঐ সমস্ত যিকিরগুলোকে জমা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছি।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি সনদকে বিলোপ করেছি যাতে ওটা ছোট হয়। কারণ এটা হবে ইবাদতকারীদের সাথী। আর তারা সনদ জানতে চায় না। কারণ তাদের উদ্দেশ্য হলো যিকিরসমূহ জানা ও তার ওপর আমল করা। কিন্তু আমিসালাতেভাগ ক্ষেত্রে সনদ বলার চেয়ে যে জিনিস জরুরী তাকে বর্ণনা করব। তা হলো হাদীসটি কি সহীহ নাকি হাসান, নাকি দুর্বল বা গ্রহণযোগ্য নয় (মুনকার) সেটা বর্ণনা করেছি। কারণসালাতেভাগ লোকই তা জানে না। আর সেটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যার প্রতি

১. সূরা আল-বাকারা: ১৫২।

২. সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬।

খেয়াল রাখা জরুরী -যা খুব কষ্ট ও মেহনত করে হাসিল করতে হয়।

আর সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ এতে যুক্ত করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাদীসের ইলম, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফিকহের মাসায়েল, গুরুত্বপূর্ণ আরবী ব্যাকরণ, নফসের অনুশীলনীয় কথা এবং গুরুত্বপূর্ণ আদবসমূহ যা আল্লাহ্র রাস্তার পথিকদের জানা প্রয়োজন। আর সমস্ত কথাই বলার সময় তাকে ব্যাখ্যা করে বলতে চেষ্টা করব যাতে করে সাধারণ মানুষ এবং যারা ফিকহবীদ তাদের সকলেরই বুঝতে সুবিধা হয়।

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا۔

“যে মানুষদের হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে, যারা তার কথামত চলে তাদের যে পরিমাণ সাওয়াব হবে তারও সমপরিমাণ সাওয়াব হবে, অথচ ঐ সমস্ত লোকদের সাওয়াবের এতটুকু কমতি হবে না।”[৩]

তাই নেককার লোকদের চলার রাস্তাকে সহজ করতে এবং ঐ জিনিসকে বুঝাতে ইচ্ছে করেছি। চেয়েছি তাদের চলার রাস্তাকে দেখাতে এবং পথ নির্দেশ করতে। তাই বইয়ের প্রথমে ঐ সমস্ত অধ্যায়সমূহ বর্ণনা করব যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার প্রতি সকলেই মুখাপেক্ষী।

আমি মোটামুটিভাবে ঐ সমস্ত হাদীসের বই হতে সংক্ষিপ্ত করেছি যা ইসলামের ভিত্তিস্বরূপ যেমন, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইত্যাদি। এগুলো ব্যতীত খুব কম ক্ষেত্রেই দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেছি। তবে সাথে সাথে বলেছি ওটা দুর্বল। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সহীহ হাদীছকেই বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছি এই আশা করে যে যিকিরের ক্ষেত্রে এই বই এক মূল কিতাব হিসাবে পরিগণিত হবে। আর প্রত্যেক অধ্যায়ে ঐ হাদীস সমূহই বর্ণনা করেছি যা ঐ অধ্যায়ের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

---

৩. সহীহ মুসলিম: ২৬৭৪।

আল্লাহ্ পাকের নিকট তৌফিক ও তাঁর নৈকট্য ও সহায়তা চাচ্ছি। আর চাচ্ছি হিদায়াত, হিফাযত ও আমি যে ভালো কার্যের নিয়ত করেছি তাতে সহায়তা এবং সর্বাবস্থায় সব ধরনের দয়ার এবং আর আমাকে ও আমার ভালোবাসার সাথীদেরকে সম্মানিত স্থানে (জান্নাতে) একত্র করার। আর আমার জন্য আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট আর তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম দেখাশুনাকারী। আর আমার কোনো ক্ষমতা নেই কিছু করার আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ব্যতীত, যিনি হিকমতওয়ালা পরাক্রমশালী। আল্লাহ যা চান তাই হবে, তিনি ছাড়া কারো কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই। তাই আল্লাহ পাকের ওপর ভরসা করছি। আর তাঁকেই আঁকড়ে ধরছি। তাঁর নিকটেই সাহায্য চাচ্ছি। আর আমার সমস্ত আমল আল্লাহ পাকের হাতে সোপর্দ করছি। আর আল্লাহ পাকের নিকট হিফাযতের জন্য বন্ধক রাখছি আমার দীন, আমার জান, আমার আব্বা, আমার ভাই ব্রাদার, আমার প্রিয়জনকে আর ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের যারা আমার ওপর এহ্সান করেছেন এবং সকল মুসলিমদের এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের যারা আমাকে সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকেও যারা সাহায্য করছেন আখেরাত ও দুনিয়াবী কাজের জন্য। কারণ যখন আল্লাহ সুবহানার নিকট কোনো জিনিসকে গচ্ছিত রাখা হয় তিনি তার হিফাযত করেন খুবই উত্তমভাবে।

-মহিউদ্দিন আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন সরাফ আন্নবভী

অনুবাদকের ভূমিকা

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ وبعد

নিশ্চয় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং গুনাহ হতে মাফ চাচ্ছি। তাঁর নিকট আরও আশ্রয় চাচ্ছি আমাদের নফসের এবং আমলের খারাবী হতে। যাকে আল্লাহ পাক হিদায়াত দান দেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মা'বূদ নেই। তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের অনেক বড় মেহেরবাণী, তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া জানিয়ে শেষ করতে পারছি না। ব্যক্তিগত জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে পানি সম্পদ কৌশলে ডিগ্রী প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার আমি। দেশে থাকতে দীনের মেহনতের সাথে বেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। কিন্তু যখনই আরও ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করলাম ততই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করল। আমার সামনে যে দীন বুঝা ও শেখা দরকার, তা না হলে দাওয়াতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি আসতে পারে। তারপর আরবী শেখার জন্য খুবই চেষ্টা করি কিন্তু দেশে যে পদ্ধতিতে শেখানো হয় তা আমাকে আরবী শেখা হতে বিমুখ করে ফেলে। যা-ই হোক আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে আমার ইচ্ছাকে পূরণ করেছেন। মক্কা শরীফে এসে এখানকার উম্মুল কূরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ দিয়েছেন এবং তারপর দাওয়াতের বিভাগে আকীদা ও দীনের শাখায় আজ

চার বৎসর ধরে পড়ান ও শেখার তৌফিক দিচ্ছেন। এর মধ্যে এখানকার বহু বাংলা ভাষী ভাইদের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রেখে চলি। তায়েফ, জেদ্দা, মদীনা, রিয়াদ, দাম্মাম এই সমস্ত জায়গায় বন্ধের সময়গুলো কাটাই ইলম ও দাওয়াতের চর্চায়। তাদের অনেকেই আমাকে বারবার বলেছেন যে, আমাদের জন্য কিছু লিখেন যাতে সত্যিকারের ইসলাম বুঝতে পারি। কথাটা আমারও মনে বেশ রেখাপাত করে আর তখন খুঁজতে থাকি আরবী বইসমূহ। তখন দেখি নতুন করে ইসলাম সম্বন্ধে লেখার দরকার নেই, যা বলার তা বলা ও লেখা হয়ে গেছে। তাই নিয়ত করি আস্তে আস্তে ইসলামের প্রতিটি অংশের ওপর ছোট ছোট সুন্দর বইসমূহ অনুবাদ করে প্রচার করব। এই ব্যাপারে আমাকে যিনি সবচেয়ে থেকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি হলেন আনোয়ার হোসেন ভাই। তার ঋণ জীবনে পরিশোধ করার নয়। আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে তার মঙ্গল করুন কায়মনোবাক্যে এই দোয়া করি।

তিনি অনেক দিন ধরে বলছিলেন এই বইটি অনুবাদের জন্য। বইটি বেশ বড়, তাই খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ করাই উত্তম।

এই বইয়ের বিশেষত্ব হলো ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ এই বইতে খুবই সহজ সুন্দরভাবে একজন মুসলিমের জীবনের চব্বিশ ঘণ্টার আমলের জন্য যে সমস্ত যিকির ও দোয়া আছে তা সহীহ হাদীস দ্বারা উপস্থাপন করেছেন। তবে অনুবাদে আমার বহু ভুল-ত্রুটি হবে এটা বলাই বাহুল্য। কারণ ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, বাংলা ভাষার ওপর কতটুকুইবা দক্ষতা আছে আমার। তবুও আল্লাহ পাকের ওপর ভরসা করে এ কার্যে অবতীর্ণ হয়েছি। ইনশাআল্লাহ পাঠক ভাই বোনেরা যতটুকুই বুঝতে পারবেন তাতেই বহু উপকার পাবেন বলে আশা করি।

এই বইটা আসলে শুধু পড়ার নয়- আমলের জন্য। এজন্য বহু দোয়া ও যিকিরকে মুখস্থ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যিকিরসমূহের উচ্চারণ দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাংলা ভাষায় আরবী শব্দগুলোর প্রতিটার প্রতিশব্দ নেই। তাই এটা খুবই কঠিন কাজ। এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। তবুও যতটা সাধ্য হয়েছে করতে চেষ্টা করেছি। ভুল-ত্রুটি মার্জনীয়। তবে পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা দোয়াগুলো

পড়ার সময় মূল আরবীর সাথে মিলিয়ে পড়বেন।

সাথে সাথে একটা কথা উল্লেখ না করে পারছি না, তা হলো আমাদের দেশে বহু যিকির-আয্কারের বই আছে। কিন্তুসালাতেভাগ বইতেই এই তরতীব নেই। দ্বিতীয়ত হাদীসগুলো সহীহ কি দুর্বল তা বলা হয়নি।

তৃতীয়তঃ অনেক ক্ষেত্রে হাদীস দ্বারা সাবেত নেই এমন যিকিরও দেয়া হয়েছে। এসব অসুবিধা হতে এই বইটা মুক্ত। আর এটার একটা বিশেষত্ব হলো এতে যিকির, দোয়া ইত্যাদি দেয়ার সাথে সাথে আমল করার পদ্ধতিও খুবই সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আমার মনে হয় আমল করার সময় এটা পাঠকদের বেশ সুবিধা হবে।

পরিশেষে আমি আমার মুরুব্বীস্থানীয় সাথী ভাইদের সহৃদয়তার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। পাঠকদের ও সাথীদের যদি এই বই পড়ে এতটুকুও উপকার হয় ইনশাআল্লাহ তার সাওয়াব আল্লাহ পাক আমাকে দিবেন এই আশা করে দোয়ার দরখাস্ত করে শেষ করছি। আর আমাদের শেষ কথা হলো সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ পাকের।

-ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মুজীবুর রহমান

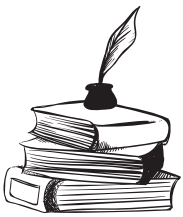

সকল প্রকার প্রকাশ্য ও গোপনীয় আমলে ইখলাস ও উত্তম নিয়তের আদেশ দেয়া হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَ مَا اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

"আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহ্র ইবাদত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক দীন।"[৪]

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ۔

"আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায় না সেগুলোর গোশত এবং রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাক্ওয়া।"[৫]

ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা এই আয়াতের তাফসীরে বলেন:

আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছে নিয়ত বা ইখলাস। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"সমস্ত আমলের মূলে রয়েছে নিয়ত এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাই অর্জন করবে যা সে নিয়ত করবে। আর যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু

৪. সূরা আল-বায়্যিনাহ: ০৫।

৫. সূরা আল-হাজ্জ: ৩৭।

'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তবে তার হিজরত পরিগণিত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। আর যার হিজরতে নিয়ত হবে দুনিয়া অর্জন করা বা কোনো মহিলাকে বিবাহ করা, তার হিজরত ঐ দিকেই পরিগণিত হবে যার দিকে সে হিজরত করেছে।[৬]

ব্যাখ্যা: ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: এটা ঐ সমস্ত হাদীসের একটি যার ওপর ইসলামের ভিত্তি। প্রথম যমানার ও পরের যমানার আলেমগণ এই হাদীস দিয়ে তাদের বই লেখা শুরু করতেন। ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন: মানুষের আমল ততটুকুই রক্ষা পাবে বা কবুল হবে যতটা তার নিয়ত ঠিক হবে।

কাজী ইয়াদ্ব রাহিমাহুল্লাহ বলেন: মানুষের প্রশংসা বা নিন্দা শোনার ভয়ে কোনো নেক আমল করা হতে বিরত থাকা রিয়া বা লোক দেখানো কাজ। আর মানুষকে খুশী করার জন্য কোনো আমল করা শিরক বা অংশীদারী। ইখলাস হচ্ছে উপরোক্ত ঐ দুই জিনিস থেকে বাঁচার নাম।

ইমাম হুযাইফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ইখলাস হলো: বান্দার আমল প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থাতেই একই রকম হবে।

ইমাম কুশাইরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ইখলাস হচ্ছে সর্বাবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য অন্বেষণ করা। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কোনো আমল করবে এবং মানুষের প্রশংসা কুড়াবে এবং মানুষের প্রশংসা পেতে উৎসুক হবে তাতে কোনো ইখলাস থাকবে না।

সোহাইল তসতরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ইখলাস হলো বান্দার নড়াচড়া বা নিশ্চুপ থাকা প্রকাশ্য স্থানে বা গোপনে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। এর মধ্যে তাঁর নফস নিয়ত বা খাহেশাত বা দুনিয়ার কোনো জিনিস যুক্ত হবে না।

এটা অত্যন্ত জরুরী যে, যার কাছে যিকির করার আদব-কায়দা আমলের কোনো ফযিলত পৌঁছে অবশ্যই তার আমল করা দরকার, যদিও জীবনে একবার হোক না কেন। কোনো অবস্থাতেই তাকে একেবারে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। বরং তার সাধ্যমত যতটা পারে ততটা আমল করবে। কারণ

৬. সহীর বুখারী: ০১; সহীহ মুসলিম: ১৯০৭।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“যদি আমি তোমাদের কোনো বিষয়ে আদেশ করি তবে অবশ্যই তোমরা সাধ্যমত তা পালন করতে চেষ্টা কর।”[৭]

অনুচ্ছেদ: হাদীস বিশারদ ও ফিকাহবিদ আলেম এবং অন্যান্য আলেমদের মত হলো, দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করা তরগীব (উৎসাহ) ও তরহীব (ভয় দেখান) এর ব্যাপারে জায়েয এবং মুস্তাহাব।

তবে তাতে শর্ত হলো প্রথমতঃ তার সমর্থনে কোনো সহীহ হাদীস থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত ঃ তাকে সহীহ বলে ধারণা না করা বরং হতে পাওে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বা বলেননি। তৃতীয়তঃ তা মনগড়া বা বানোয়াট হাদীস হতে পারবে না।

তবে আহকামের ক্ষেত্রে যেমন: হালাল, হারাম, বেচাকেনা, বিবাহ, তালাক বা এই জাতীয় ক্ষেত্রে সহীহ বা হাসান হাদীস ব্যতীত দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

অনুচ্ছেদ: যেমন যিকির করা মুস্তাহাব, তেমনি যিকিরের হালকাতে (বা দলে) বসাও মুস্তাহাব।

মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে: একবা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে সাহাবীদের এক হালকার নিকট আসেন এবং তাদের বলেন:

مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي، أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ

“কেন তোমরা এখানে বসে আছ? তখন তারা বললেন: আমরা আল্লাহ

৭. সহীহ বুখারী: ৭২৮৮; সহীহ মুসলিম: ১৩৩৭।

তা'আলার যিকির এবং তিনি যে আমাদের ইসলামের প্রতি রাস্তা দেখিয়েছেন তার প্রশংসা এবং তিনি আমাদের ওপর দয়া করেছেন তা স্মরণ করার জন্য আমরা এখানে বসেছি"।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহর কসম সত্যই কি তোমরা এজন্য বসেছ? তখন উত্তরে তাঁরা বললেন: আল্লাহ তা'আলার কসম, সত্যই আমরা এই জন্যই বসেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমি যে তোমাদের কসম করিয়েছি তা এজন্য নয় যে, আমি তোমাদের সন্দেহ করেছি। কিন্তু মূল কথা হলো আমার কাছে এই মাত্র জিবরীল 'আলাইহিস সালাম এসেছিলেন এবং আমাকে এই খবর দেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করছেন।[৮]

অন্যত্র আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন:

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"যখন কোনো দল শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে বসে তখন ফেরেশতারা তাদের ঘিরে ফেলেন, আল্লাহর রহমত তাদের ঢেকে ফেলে, তাদের ওপর সকিনা বা শান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট যারা আছেন অর্থাৎ ফেরেশতাদের কাছে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করেন।"[৯]

অনুচ্ছেদ: যিকির করার সর্বোত্তম নিয়ম হলো তাকে অন্তর ও জিহ্বা উভয়ের দ্বারাই করা। রিয়ার ভয়ে জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করে যিকির করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। ইমাম ফুদাইল ইবন আয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষের ভয়ে কোনো আমল ত্যাগ করা রিয়া। যদি কেউ মানুষের সমাদর ও সমালোচনার প্রতি খেয়াল করে এবং তাদের বাজে সমালোচনার কর্ণপাত করতে থাকে তবে তার জীবনেরসালাতে ভাগ ভালো কাজেরই দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার নিকট হতে দীনের বহু গুরুত্বপূর্ণ আমল এবং কাজই হারিয়ে যাবে। আর এটা কখনই অভিজ্ঞ আলেমদের রাস্তা নয়।

৮. সহীহ মুসলিম: ২৭০১।

৯. সহীহ মুসলিম: ২৭০০।

অনুচ্ছেদঃ উপরে যিকিরের যে ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ, তাহমীদ, তকবীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সমস্ত আমলই যা আল্লাহর আদেশে করা হয় তাই যিকির। এটা সাঈদ ইবন যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু এর বক্তব্য। আতা ইবন রবাহ রাহিমাহুল্লাহ (প্রখ্যাত তাবেয়ী) বলেন, যিকিরের মজলিস বলতে বুঝায় ঐ মজলিস যেখানে হারাম ও হালাল এবং বেচাকেনার নিয়মাবলি, সালাত, সাওম, বিয়ে-শাদী, তালাক, হজ্জ এবং এ জাতীয় আমলের নিয়মাবলি শেখান হয়।

শাইখ যাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ঐ সমস্ত আমল যা মানুষকে গাফলতী থেকে দূর করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার যিকির ও আনুগত্যে প্রবেশ করায় তাই যিকির।

ইবন হাজার আসকালীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: যিকির মজলিস বলতে ঐ স্থানকেই বুঝায় যেখানে সমস্ত ধরনের আনুগত্যের কার্য করা হয়।

অনুচ্ছেদঃ অতিরিক্ত যিকির করা সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।"[১০]

১০. সূরা আল-আহযাব: ৩৫।

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন:

سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِرَاتُ۔

“মোফরাদরা অগ্রগামী হয়ে গিয়েছেন। সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মোফরাদরা কারা? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বলেন: সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী লোক যারা অতিরিক্ত যিকির করে।”(১১)

এই আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যাতে লেখক বলেন: এরা প্রত্যেক সালাতের পর এবং সকাল-সন্ধ্যায় এবং ঘুমানোর সময় যিকির করে এবং যতবারই ঘুম থেকে উঠে এবং ঘর থেকে বের হয় ও ঘরে ফেরত আসে ততবারই যিকির করে।

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: তারা হচ্ছেন ঐ সম্প্রদায় যারা দাঁড়ানো, বসা, শোয়া সর্বাবস্থাতেই যিকির করে।

আতা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সঠিকভাবে আদায় করবে সেই ঐ দলের মধ্যে শামিল হবে।

আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন:

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا، أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ۔

“যদি কেউ রাতে তার বিবিকে ঘুম থেকে উঠায় এবং দুজনে সালাত পড়ে অথবা একত্রিতভাবে দুই রাকাত সালাত পড়ে তবে তারা বেশি বেশি যিকিরকারীদের দলে পড়বে।”(১২)

---

১১. সহী মুসলিম: ২৬৭৬।

১২. সুনানে আবু দাউদ: ১৩০৯।

ইবন সালাহ রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল অতিরিক্ত যিকিরকারীদের সম্বন্ধে। উত্তরে তিনি বলেন: যে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত যিকিরের উপর আমল করবে সকাল-সন্ধ্যার নির্দিষ্ট সময়ে এবং রাত্র-দিনের বিশেষ বিশেষ ওয়াক্ত ও কার্যসমূহে যা চব্বিশ ঘন্টার যিকির সমূহের অন্তর্ভুক্ত সেই বেশি বেশি যিকির করার দলে শামিল হবে।

অনুচ্ছেদঃ আলেমদের ইজমা হলো যে, যার ওপর গোসল ফরয হয়েছে সে ও যার ওযু নষ্ট হয়েছে সে এবং হায়েয ও নেফাসওয়ালী সকলেই মুখে বা মনে ঐ সমস্ত যিকির করতে পারবে।

যেমন তাসবীহ, তাহলীল, হামদ, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ, দোয়া ইত্যাদি। কিন্তু হায়েয ও নেফাসওয়ালীরা এবং বীর্য নির্গত ব্যক্তির ওপর কুরআন তিলাওয়াত (কমই হোক আর বেশিই হোক তা হারাম। তবে সে মনে মনে পড়তে পারবে বা অর্থের প্রতি খেয়াল করতে পারবে বা কোনো দোয়াও পড়তে পারবে। কিন্তু কুরআন পড়ার নিয়তে নয়। যেমন বিপদে: "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" এবং গাড়ী-ঘোড়ায় আরোহণ করার সময় "সুবহান আল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীন" এবং "রাব্বানা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্নার" পড়তে পারবে দোয়া হিসাবে। তেমনি "বিসমিল্লাহ" এবং "আলহামদুলিল্লাহ"ও পড়তে পারবে। তেমনি হুকুমই তায়াম্মুমকারীর ওপর এবং তারপর যদি তার ওযু ছুটে যায় তবুও সে তিলাওয়াত করতে পারবে। সে সালাতে "আলহামদু" সুন্নাত পড়তে পারবে।

অনুচ্ছেদঃ যিকির করার সময় তা উত্তমভাবে করা দরকার। যেমন-কিবলামুখী হওয়া, বিনীত ও নম্রভাবে ভয়ের সাথে, স্থিরতার সাথে মাথা নীচু করে যিকির করা দরকার। যদি অন্যভাবেও করে তবে তা জায়েয এবং মাকরূহও নয়, তবে কোনো কারণ ছাড়া যদি এগুলো ত্যাগ করে তবে উত্তম কাজ হতে বিরত হলো। তা ত্যাগ করা যে মাকরূ হ নয় তার প্রমাণ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার কোলে হেলান দিয়ে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা তখন হয় তো হায়েয অবস্থায় থাকতেন।[১৩]

১৩. সহীহ বুখারী (১/৮৩)।

অনুচ্ছেদঃ যেখানে বসে যিকির করবে ঐ জায়গা নিরিবিলি পাক হলে উত্তম হয়। কারণ তাতে যিকিরের বড়ত্বের প্রতি সম্মান করা হয়। সেজন্য মসজিদ এবং উত্তম জায়গায় বসে যিকির করার তাকীদ দেয়া হয়েছে। যিকিরের পূর্বে মিসওয়াক দ্বারা মুখও পরিষ্কার করা উচিত। যদি মুখে দুর্গন্ধ থাকে তবে যিকির করা মাকরূহ হবে।

অনুচ্ছেদঃ সমস্ত অবস্থায় যিকির করা উত্তম, তবে ঐ সমস্ত অবস্থায় যেখানে শারী'আতের নিষেধ রয়েছে সেখানে তা করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। যেমন পায়খানা ও প্রস্রাব করার সময় এবং স্ত্রী সহবাস করার সময়, খুতবা শুনার সময় সালাতে, দাঁড়ানোর সময় এবং তন্দ্রা অবস্থায়। রাস্তায় এবং গোসল করার যে বিশেষ জায়গা ছিল আগের যমানায় (হাম্মাম) তাতেও যিকির করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদঃ যিকিরের আসল উদ্দেশ্য হলো অন্তরকে জাগরিত রাখা। আর একেই উদ্দেশ্য বানিয়ে তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। আর যে সমস্ত যিকির করা হয় তাকে বুঝতে চেষ্টা করা। কুরআনে পাকের অর্থ বুঝতে যেমন চেষ্টা করা দরকার তেমনি যিকিরেরও। এজন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"তে 'লা'কে টেনে পড়াই হচ্ছে মুস্তাহাব; কারণ তাতে তার অর্থ বোধগম্য হয় এ ব্যাপারে আগের যমানার আলেমদের বহু মত বা ফতোয়া পাওয়া যায়।

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তির রাতে বা দিনের কোনো অংশে, অথবা সালাতের শেষে বা যেকোনো অবস্থায় যিকির করার নির্দিষ্ট ওজিফা বা অভ্যাস আছে এবং তার কোনোটা যদি কোনো কারণবশতঃ বাদ পড়ে যায় তবে তার উচিত তাকে খেয়াল করা এবং যদি সম্ভব হয় তবে অন্য কোনো সময় তাকে আদায় করা। এ ব্যাপারে অলসতা করা উচিত নয়। ফলে এভাবে যদি আদায় করতে থাকে তখন কখনও আর তা বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আর যদি কাযা আদায় করাতে অলসতা করে তবে এগুলোর নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার ব্যাপারে তার মধ্যে অলসতা এসে যাবে।

'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন:

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ

الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ

"যে তার নির্দিষ্টকৃত যিকির শেষ করার পূর্বেই বা তার কিছু অংশ বাদ থাকতেই ঘুমিয়ে পড়ে তারপর যদি তাকে ফজর ও জোহরের সালাতের মধ্যে আদায় করে তবে সে যেন তাকে রাত্রিতেই আদায় করল বা পড়ল।"[১৪]

অনুচ্ছেদঃ জেনে রাখা দরকার যে, দিন ও রাত্রের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কী কী আমল করা দরকার তার ওপর বড় বড় আলেমগণ বহু সুন্দর সুন্দর কিতাব রচনা করেছেন। তার মধ্যে উত্তম কিতাব হলো ইমাম নাসায়ী কর্তৃক **عمل اليوم والليلة** নামক পুস্তকটি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং দরকারী এবং প্রয়োজনীয় বই হচ্ছে ইমাম ইসহাক ইবন কর্তৃক **عمل اليوم والليلة** বইটি।

ইমাম নববী বলছেন: আমি আমার উস্তাদ খালেদ ইবন ইউসুফ থেকে উক্ত কিতাবটির আদ্যোপান্ত শ্রবণ করেছি। তা ছাড়া আমি (ইমাম নববী) বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী প্রভৃতি কিতাব থেকেও বেশির ভাগ যিকিরকে উপস্থাপন করেছি। এগুলো ছাড়াও মুয়াত্তা মালেক, মুসনাদে ইমাম আহমাদ, আবু আওয়ানা, ইবন মাজাহ, দারকুতনী, বাইহাক্বী বা অন্য হাদীসের সংকলন থেকে বহু যিকির এই বইতে সংযুক্ত করেছি।

অনুচ্ছেদঃ জেনে রেখো, এই বইতে আমি যে সমস্ত হাদীস সংকলিত করেছি তাদের উপরোক্ত যেকোনো কিতাব থেকে এনেছি তা উল্লেখ করেছি। তারপর যদি কোনো হাদীস সহীহ বুখারী বা মুসলিমের হয় তবে শুধু তাদের নাম উল্লেখ করেছি কারণ এদের মধ্যে সনদযুক্ত যত হাদীস আছে সবই সহীহ। এগুলো ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত কিতাব থেকে আমি হাদীসসমূহ সংকলন করেছি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বর্ণনা করেছি এটা কি সহীহ, না হাসান, নাকি যঈফ বা দুর্বল।

জেনে রেখো, বেশির ভাগ হাদীসই আমি আবু দাউদ থেকে সংকলন করেছি। কারণ ইমাম আবু দাউদ বলেছেন: "আমার এই কিতাবে আমি সহীহ বা ঐ পর্যায়ের হাদীসকে বর্ণনা করেছি। যদি তাতে কোনো অতিরিক্ত দুর্বল হাদীস থেকে থাকে তাকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি। আর যদি কোনো

১৪. সহীহ মুসলিম: ৭৪৭।

হাদীস সম্বন্ধে কোনো কথা বলে না থাকি তবে তা উত্তম বা গ্রহণযোগ্য হাদীস। কোনোটা অন্য কোনোটার থেকে বেশি সহীহ। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে, ইমাম আবু দাঊদ যদি কোনো হাদীস সম্বন্ধে তাঁর কিতাবে কোনো আলোকপাত না করে থাকেন তবে তা তার নিকট সহীহ অথবা হাসান। আর এই দুই শ্রেণি মাসআলা-মাসায়েল ও আহকামের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, ফযীলতের ক্ষেত্রে তো আরও অগ্রগণ্য। তাই যদি কোনো হাদীসকে তিনি দুর্বল না বলেন তবে তা দুর্বল হতে পারে না।

এখন আমি সর্বপ্রথম যিকিরের ফযীলত সম্বন্ধে একটা অধ্যায় আলোচনা করব তারপর প্রত্যেক নির্দিষ্ট অধ্যায়ে যা দরকার সেগুলোর সম্বন্ধে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তা'আলা।

অধ্যায়
যিকিরের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَر

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার যিকিরই হচ্ছে সর্বোত্তম।"(১৫)

তিনি অন্যত্র বলেন:

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ

"তামরা আমার স্মরণ কর তবে আমিও তোমাদের স্মরণ করব।"(১৬)

ব্যাখ্যা: যিকিরকে শরী'আত সম্মত অর্থে বলা হয় দোয়া বা প্রশংসা এবং ঐ সমস্ত কথা যাতে সাওয়াব হয়।

ইমাম ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যিকির বলতে বুঝায় ঐ সমস্ত আমলের সাথে জুড়ে থাকা যা আল্লাহ তা'আলা ওয়াজিব বা সুন্নাত করেছেন। সেটা হয় জিহ্বার দ্বারা হবে যেমন তাসবীহ, তাহমীদ এবং অন্তরের দ্বারা হবে যেমন আল্লাহ তা'আলার গুণ ও সিফত সম্বন্ধে চিন্তা করা, অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা হবে যেমন আল্লাহ তা'আলার আদেশকৃত ইবাদত করা যেমন সালাত, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

فَلَوْ لَا اَنَّه كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ـ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِه اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

"অতঃপর তিনি যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন তাহলে তাকে উত্থানের দিন পর্যন্ত থাকতে হতো তার পেটে।"(১৭)

১৫. সূরা আল-আনকাবুত: ৪৫।

১৬. সূরা আল- বাকারাহ: ১৫২।

১৭. সূরা সাফফাত: ১৪৩-১৪৪।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ

"তারা (ফেরেশতারা) দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা ক্লান্তও হয় না।"[১৮]

যিকিরের ফযীলতের হাদীসসমূহ

১নং হাদীস

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

"দু'টি বাক্য বলা খুবই সহজ কিন্তু মীজানের পাল্লায় ভারী। আর তা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই পছন্দনীয়। তা হলো 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজীম'।"[১৯]

এই হাদীসটি সহীহ বুখারী সর্বশেষ হাদীস।

২নং হাদীস

আবু যর গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

"আমি কি তোমাকে জানাব না, আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় কোনো যিকির বা কথা? আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বোত্তম বাক্য হলো

---

১৮. সূরা আম্বিয়া: ২০।

১৯. সহীহ বুখারী: ৬৪০৬; সহীহ মুসলিম: ২৬৯৪।

'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'।"[২০]

অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়- সর্বোত্তম কথা কী? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাগণের জন্য নির্ধারিত করেন অথবা তাঁর খাস বান্দাদের জন্য। (তা হলো উপরের যিকিরটা)

৩নং হাদীস

সামুরা ইবন জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ

"আল্লাহ তা'আলার কাছে ৪টি বাক্য সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়: (১) সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র), (২) ওয়াল হামদুলিল্লাহ (আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা), (৩) ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই), (৪) ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান)।"[২১]

৪নং হাদীস

আবু মালেক আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। আর 'আলহামদু লিল্লাহ' মানুষের আমলের

২০. সহীহ মুসলিম: ২৭৩১।

২১. মুসলিম: ২১৩৭; সুনানে ইবন মাজাহ: ৩৮১১; ইবন আবী শাইবাহ: ২৯৮৬৮; আবু দাউদ: ৪৯৫৮; আহমাদ: ২০১০৭; মু'জামুল আওসাত: ৭৭১৮; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী: ১৯৩১০; শু'আবুল ঈমান: ৫৯৪; ইবন হিববান: ৮৩৬; আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব: ১০; সহীহ আত্ তারগীব: ১৫৪৬; সহীহ আল-জামি': ৮৭৪।

পাল্লাকে ভরে দেয় এবং 'সুবহানাল্লাহহি ওয়াল হাম্দুলিল্লাহ' সাওয়াবে পরিপূর্ণ করে দেয় অথবা বলেছেন, আকাশমণ্ডলী ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তা পরিপূর্ণ করে দেয়।"(২২)

৫নং হাদীস

উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন যে, নবী (সা:) তাঁর নিকট থেকে সকাল বেলা ফজরের সালাতের পর বের হন যখন তিনি (জুয়াইরিয়া) তাঁর সালাতের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তারপর নবী (সা:) দোহার ওয়াকতে (সূর্য উঠে উজ্জ্বল হয়ে যাওয়ার পর তার নিকটে তশরীফ আনেন। তখনও তিনি তার জায়নামাযে বসে ছিলেন। তখন নবী (সা:) বলেন: এখনও কি তুমি ঐ অবস্থায় আছো যেভাবে তোমাকে আমি সকালে রেখে যাই। তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন নবী (সা:) বলেন, তোমার এখান থেকে বিদায় নেয়ার পর আমি চারটি বাক্যকে তিনবার বলেছি। তুমি সকাল থেকে এ পর্যন্ত যে সমস্ত যিকির-আযকার করেছ তার সাথে যদি তাদের ওজন করা হয় তবে এগুলো সমপর্যায়ে হবে। (তা হলো)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَ فِيْ رِوَايَةٍ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللهِ رِضَى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ـ

সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি, ওয়া রিযা নাফসিহি ওয়া যিনাতা আরশিহি, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি।(২৩)

অন্য বর্ণনায় আছে, সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহি, সুবহানাল্লাহি রিযা নাফসিহি সুবাহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহি, সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহি।

ব্যাখ্যা- অর্থাৎ প্রত্যেকটা কালেমার পূর্বে সুবহানাল্লাহ যোগ করে পড়া।

অন্য বর্ণনায় আছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন,

২২. সহীহ মুসলিম: ২২৩।

২৩. সহীহ মুসলিম: ২৭২৬;

উপরোক্ত যিকিরগুলো তিনবার তিনবার করে করতে।

৬ নং হাদীস

আবু হুরায়রা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: অবশ্যই আমার নিকট:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার বলা সূর্যের নিচে যত জিনিস আছে তাদের অর্থাৎ (দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের) থেকেও বেশি প্রিয়।(২৪)

৭ নং হাদীস:

আবু আইয়ূব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি দশবার বলবে

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

সে যেন ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের বংশের চারজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিল।(২৫)

৮নং হাদীস

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী থেকে বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি প্রত্যহ ১০০ বার বলে:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

সে দশজন ক্রীতদাস আজাদ (মুক্ত) করার সাওয়াব পাবে এবং তার আমলনামায় একশতটি নেকী লেখা হবে এবং তা থেকে একশতটি গুনাহ মুছে ফেলা হবে। আর সে শয়তান থেকে নিষ্কৃতি পাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর তার মত আমল ঐ দিন কেউ করতে পারবে না যদি না অন্য কেউ তার থেকে বেশি বার ঐ যিকির করে।”(২৬)

২৪. সহীহ মুসলিম: ২৬৯৫।

২৫. সহীহ মুসলিম: ২৬৯৩।

২৬. সহীহ বুখারী: ৩২৯৩।